গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ..., ১৪২৭ বঙ্গাব্দ /..., ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ... আইন/২০২১/.../কাস্টমস।– Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই বিধিমালা **"পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১"** নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(খ) "এজেন্ট" অর্থ আইনের ধারা Section 2(a) এ সংজ্ঞায়িত "এজেন্ট"

(গ) "কমিশনার" অর্থ আইনের Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(ঘ) "কাস্টমস কর্মকর্তা" অর্থ আইনের Section 3 এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "নিলাম" অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক, সিল্ড, এবং ই-নিলাম পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

(চ) "নিষ্পত্তি" অর্থ এর বিধিমালায় বর্ণিত নিলাম বা ধ্বংসকরণ বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ছ) "নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য" অর্থ আইনের Section 2 (s) অনুসারে চোরাচালানের সংজ্ঞাভুক্ত পণ্য, Section 15 ও 16 এ উল্লিখিত পণ্য এবং Section 156 এর Sub-section (1) এর Table এর Column (2) এ বর্ণিত শাস্তির বিধানমতে আটককৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section 3(1), Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর Section 8(1), (2) এবং Special Powers Act, 1974 এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের কারণে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য যা কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করা হইয়াছে। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য, যাহা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে এবং উক্ত সময়ের পর

কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়েও খালাস না নেওয়ার কারণে নিলামযোগ্য বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এমন পণ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "পচনশীল পণ্য" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত "পরিশিষ্ট" এ উল্লিখিত আমদানিযোগ্য বা রপ্তানিযোগ্য পণ্য;

(ঝ) "বোর্ড" অর্থ আইনের ধারা Section 2(e) এ সংজ্ঞায়িত "Board"

(ঞ) "যথাযথ কর্মকর্তা" অর্থ আইনের Section 2 (b) এ সংজ্ঞায়িত "appropriate officer"

(ট) "সিস্টেম" অর্থ আইনের Section 2 (ii) এ সংজ্ঞায়িত "customs computer system"।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পণ্য খালাস।**-পচনশীল পণ্যের কোন ক্ষতি বা গুণগত বা পরিমাণগত মান যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা বিবেচনায় রাখিয়া পণ্য খালাসে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অতিদ্রুত পণ্যচালান ছাড়করণ নিশ্চিত করিবে।

৪। **বৈধ প্রক্রিয়ায় আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পচনশীল পণ্যের খালাস।**-(১) আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, বা তৎপ্রতিনিধি বা এজেন্ট, বা ক্ষেত্রমতে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে, সিস্টেমে নির্ধারিত মেনিফেস্ট দাখিল করিবে। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং (Pre-arrival Processing) এর ক্ষেত্রে দাখিলকৃত মেনিফেস্ট সংশ্লিষ্ট আদেশ মোতাবেক অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচ্য হইবে।

(২) আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, বা তৎপ্রতিনিধি বা এজেন্ট, বা ক্ষেত্রমতে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করিবার সময় অথবা পরবর্তীকালে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সকল দলিলাদির ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত প্রতিলিপি যথাযথ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপবিধি (২) অনুযায়ী দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট সিস্টেমে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত শুল্কায়ন শাখায় জমা হইবে।

(৪) দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত না হইলে অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা অন্য কোন দপ্তর কর্তৃক ভিন্নতর কোন নির্দেশনা না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখা অনতিবিলম্বে পণ্যচালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন করিবে।

(৫) দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা অন্য কোন দপ্তরের ভিন্নতর কোন নির্দেশনা বা পরামর্শ থাকিলে বা সিস্টেমে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে কায়িক পরীক্ষা বা নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশন বা উভয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে পরীক্ষণ ও শুল্কায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে:

(ক) কায়িক পরীক্ষা বা নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশনের জন্য নির্বাচিত পণ্য চালানসমূহের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখা তৎকর্তৃক নির্ধারিত জিজ্ঞাস্যসমূহ (পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ বা অন্যবিধ জিজ্ঞাস্য) সিস্টেমের ইন্সপেকশন অ্যাক্ট (Inspection Act) নামক অংশে লিপিবদ্ধ করিয়া পণ্য পরীক্ষণ শাখায় এবং ওয়্যারহাউস শাখায় প্রেরণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক মনোনীত নির্ধারিত এজেন্টকেও বিষয়টি অবগত করিবে।

(খ) পণ্য পরীক্ষণ শাখা কর্তৃক পণ্য পরীক্ষণপূর্বক যথাসম্ভব পরীক্ষণের দিনই পরীক্ষণ প্রতিবেদন সিস্টেমের ইন্সপেকশন অ্যাক্টে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখায় প্রেরণ করিবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, পণ্য পরীক্ষণ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে যুক্তিসঙ্গত বর্ধিত সময়ে পরীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা যাইবে।

(গ) অতঃপর সিস্টেমে পণ্যচালানের পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে শুল্কায়ন শাখা অনতিবিলম্বে উক্ত পণ্যচালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন করিবে এবং শুল্ক-কর পরিশোধ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হইলে অনাবশ্যক বিলম্ব ব্যতীত পণ্যচালান খালাস প্রদান করিবে। তবে উল্লেখ্য, আইনের Section 80 এর Sub-section (2) এর বিধান অনুযায়ী সেকেন্ড অ্যাপ্রেইজমেন্ট ভিত্তিতেও পচনশীল পণ্যের শুল্কায়ন করা যাইবে।

৫। কাস্টম হাউস, বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, বা কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কর্মকর্তার দায়িত্ব।—(১) পচনশীল পণ্যচালানের খালাস ব্যবস্থাপনা ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিটি কাস্টম হাউস, বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, বা কাস্টমস স্টেশনে পচনশীল পণ্যের পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য সুনির্দিষ্ট শাখা বা গ্রুপ নির্ধারিত থাকিবে এবং তৎকর্তৃক উহা ব্যবস্থিত হইবে।

(২) কমিশনার কর্তৃক ভিন্ন কোন নির্দেশনা বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক কোন বিশেষ তথ্য বা সংবাদ না থাকিলে, বা বলবৎ অন্য কোন আইন, বা বিধি, বা আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশের শর্তপূরণের প্রমাণসরূপ সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন, প্রভৃতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দাখিল না করিতে পারার ক্ষেত্র ব্যতীত পচনশীল পণ্যচালান খালাসের জন্য বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও খালাস সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোন সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন দায়দেনা বা অপরিশোধিত চার্জ, ফি বা অন্য কোন পাওনা থাকিলে অথবা শুল্কায়িত চালানের পরিশোধযোগ্য করাদি যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে, উক্ত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) পচনশীল পণ্যচালান খালাসের বিষয়ে আমদানি-রপ্তানিকারক অথবা তাঁর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি দিবা-রাত্র ২৪ ঘণ্টার যে কোন সময়ে সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত দাপ্তরিক সময়সূচির বাইরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি কর্তৃক অবহিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ কর্মকর্তা উক্ত পচনশীল পণ্যচালানের পরীক্ষণ, শুল্কায়ন, খালাস, ইত্যাদি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

(৪) পচনশীল যে সকল পণ্যচালান আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন পত্রের (যেমন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন/নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ দপ্তর, প্রাণী সঙ্গনিরোধ দপ্তর, মৎস্য সঙ্গনিরোধ দপ্তর, প্রভৃতি) আবশ্যকতা রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে, পণ্যচালান আগমন বা বহির্গমনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক অথবা এজেন্ট, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উক্ত সংস্থাকেও অবহিত করিবে এবং প্রযোজ্য সনদ বা অনাপত্তি প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদান করিবে।

৬। **শুল্ক-কর, ফি, চার্জ, ইত্যাদি পরিশোধ।**-পণ্যচালানের বিপরীতে নিরূপিত শুল্ক-করাদি, ফি, চার্জ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য করাদি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেকট্রনিক পেমেন্ট পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে; তবে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া অবধি প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি এবং চার্জ, ফি স্বাভাবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

৭। **আইন বা বিধি বহির্ভূতভাবে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পচনশীল পণ্যের ব্যবস্থাপনা।**— (১) আইন ও প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি অনুসারে প্রতিপালনযোগ্য আবশ্যকীয় শর্তাবলী, বা আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী প্রতিপালন ব্যতিরেকে বা অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত যে কোন পরিস্থিতিতে আনীত এবং গৃহীত পণ্য বিধি ৭ (২) অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে:

(ক) শুল্কায়নের লক্ষ্যে আনীত-

(১) এমন পচনশীল পণ্যচালান যাহা আমদানি বা রপ্তানির জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শুল্কায়ন প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় বাস্তবে প্রাপ্ত পণ্যচালানের সহিত পণ্যের ঘোষিত বর্ণনার মিল পাওয়া যায় নাই;

(২) এমন পচনশীল পণ্যচালান যাহা আমদানি বা রপ্তানির জন্য উপস্থাপন করা হইলেও, প্রযোজ্য শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে;

(৩) এমন পচনশীল পণ্যচালান যাহা প্রযোজ্য শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা দপ্তরের নিকট থেকে প্রযোজ্য সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন দাখিল করিতে পারে নাই;

(৪) আইন বা প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি বা আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ কোন পচনশীল পণ্যচালান;

(৫) এমন পচনশীল পণ্যচালান যাহার শুল্কায়ন সম্পন্ন হইয়াছে; তবে শুল্ক-কর, ফি, চার্জ বা প্রযোজ্য অন্যান্য করাদি পরিশোধ করা হয় নাই;

(৬) এমন পচনশীল পণ্যচালান যাহার শুল্কায়ন সম্পন্ন হইয়াছে এবং শুল্ক-কর, ফি, চার্জ বা প্রযোজ্য অন্যান্য করাদি পরিশোধিত হইয়াছে, কিন্তু আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্যচালানের খালাস নেওয়া হয় নাই, ইতোমধ্যে পণ্যের গুণগতমান বিনষ্ট, দুর্গন্ধ, পচন, ইত্যাদি শুরু হইয়াছে মর্মে ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গিয়াছে এবং উহা পরিবেশ দূষণের কারণ হইয়াছে;

(৭) এমন পচনশীল পণ্যচালান যাহা আইনানুগভাবে আমদানি হইয়াছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা হয় নাই, অধিকন্তু, ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ আইনের আলোকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছে, বা পণ্য হস্তান্তর করিয়াছে বা পণ্য বুঝাইয়া দিয়াছে।

(খ) অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমাকৃত এমন পচনশীল পণ্য যাহা চোরাচালানের সন্দেহে অথবা পণ্যচালান আটককালে যথোপযুক্ত আইনানুগ দলিলাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আটককৃত এবং আইনের Section 169 এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশ মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিবার বিধান রহিয়াছে।

(২) (ক) বিধি ৭(১) এর আলোকে যেই সকল পচনশীল পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নাই এবং ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ আইনের আলোকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিধি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছে, বা পণ্য হস্তান্তর করিয়াছে বা পণ্য বুঝাইয়া দিয়াছে সে সকল পণ্য অতিদ্রুত নিলামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে আইন ও প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি এবং আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পরিপালনের আবশ্যকতা রহিয়াছে সে সকল পণ্যচালান ছাড়করণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে উক্ত শর্তাবলী পরিপালন করিতে হইবে।

(খ) পচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে "পণ্য যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং এই বিধিমালার বিধি ৮ অনুসারে গঠিত কমিটি তাহা নিশ্চিত করিবে।

(গ) বিধি ৭ (১) এর দফা (ক) (৬) এ উল্লিখিত পচনশীল পণ্যর চালান এই বিধিমালার আওতায় সংশ্লিষ্ট কমিশনার যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ ব্যবস্থিত হইবে।

(ঘ) পচনশীল যেই সকল পণ্যচালান আমদানি-রপ্তানি নীতি আদেশে বর্ণিত শর্তের কারণে (শর্তসাপেক্ষ বা নিয়ন্ত্রিত, অথবা নিষিদ্ধ পণ্য) বা পণ্যের গুনগত মান নষ্টের কারণে, বা অন্য কোন কারণে নিলাম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই তাহা নিম্নলিখিতভাবে ব্যবস্থিত হইবে:

(১) নিলাম ব্যতিরেকে বিশেষায়িত সংস্থার নিকট হস্তান্তর/বিক্রয়-

(অ) জব্দকৃত, আটককৃত, অখালাসকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য (যেমন, চিনি, লবণ, ইত্যাদি) সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার নিকট (যেমন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) মূল্য নির্ধারণ পূর্বক বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে। উভয় সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিশনার কর্তৃক গঠিত কমিটি উক্ত মূল্য নির্ধারণ করিবে।

(আ) এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার যথাযথ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ/সমন্বয়পূর্বক পণ্যচালান নিস্পত্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

শর্ত থাকে যে, উপবিধি ৭ (২) এর দফা (ঘ) এর দফা (১) (অ) এবং (আ) তে বর্ণিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশ অনুসারে শর্তসাপেক্ষ বা নিয়ন্ত্রিত পচনশীল পণ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তসমূহ পরিপালনের শর্তে হস্তান্তর করা যাইবে। তবে, কোন অবস্থাতেই আমদানি নিষিদ্ধ কোন পচনশীল পণ্য এ পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) ধ্বংসযোগ্য পণ্যের ব্যবস্থাপনা-উপবিধি ৭ (২) এর দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জব্দকৃত, আটককৃত, অখালাসকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে আইন এবং আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশের আলোকে নিষিদ্ধ অথবা শর্তারোপের কারণে যথাযথ প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে না পারার কারণে, পণ্য নিলাম বা অন্যবিধভাবে নিষ্পত্তি করা যায় নাই এমন পরিস্থিতিতে পণ্য ধ্বংসের মাধ্যমে নিস্পত্তিযোগ্য হইবে।

(ঙ) উপবিধি ৭ (২) এর দফা (ঘ) উপদফা (২) এর আলোকে পচনশীল পণ্য ধ্বংস করিবার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নিলাম সংক্রান্ত আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর ধ্বংসকরণের জন্য গঠিত কমিটি ধ্বংসকরণ সম্পন্ন করিবে।

(চ) যেই সকল পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সংরক্ষণ ব্যবস্থার আবশ্যকতা রহিয়াছে (যেমন: ঔষধ, হিমায়িত খাবার, ইত্যাদি), সেই ক্ষেত্রে, নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট বন্দর বা ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ পচনশীল পণ্যের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করিবে।

৮। পচনশীল পণ্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি।- (১) প্রতিটি কাস্টম হাউস, বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, বা কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার নিলামসহ পচনশীল পণ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিবে এবং যেই ক্ষেত্রে পণ্য চালানের মূল্য অনধিক ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) সেই ক্ষেত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনার আইন অনুযায়ী যেইরূপ যথোপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ উক্ত কমিটির প্রধান নির্ধারণ করিবে।

(২) উপবিধি ৮(১) এর ক্ষেত্র ব্যতিত যদি পচনশীল পণ্য চালানের মূল্য ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) এর উর্ধ্বে হয় তবে উক্ত চালানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কমিটি বা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নিলাম সংক্রান্ত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি ৮(১) ও ৮ (২) এর আলোকে গঠিত কমিটি অনধিক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিলামসহ পচনশীল পণ্যের ব্যবস্থাপনা আয়োজন সম্পন্ন করিবে; তবে, যথোপযুক্ত কারণে কমিশনার কর্তৃক এই সময়সীমা বর্ধিত করা যাইবে।

৯। পণ্যের দাবিদার।-(১) যেই ক্ষেত্রে পচনশীল পণ্য চালান খালাসের নিমিত্তে যথাযথভাবে বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় নাই, বা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই, বা অন্য কোন কারণে চালানটি এই বিধিমালার আলোকে নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়াছে, অথবা ইতোমধ্যে নিলাম কার্যক্রম চলমান সেই ক্ষেত্রে পণ্যচালানের মালিকানা দাবি করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ কেহ পণ্য খালাস গ্রহণ করিতে চাহিলে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বোর্ড এর সময়ে সময়ে জারিকৃত নিলাম সংশ্লিষ্ট আদেশ অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) উপবিধি ৯(১) এর আলোকে পচনশীল পণ্যের মালিকানা দাবি করিয়া পণ্য খালাসের আবেদন করা হইলে আইনের Section 179 মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়নের মাধ্যমে নিস্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৩) পচনশীল পণ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিলামের মাধ্যমে নিস্পত্তি হওয়ার পর যদি কোন বৈধ দাবি উত্থাপিত হয় এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত পাওনা দাবি আইনের Section 202 মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবে।

১০। দন্ড আরোপকরণ।-এই বিধিমালার আলোকে পচনশীল পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ, অথবা যে কোন দন্ড, অথবা জরিমানা, বা অন্য যেকোনো দন্ড আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মালিক, যদি থাকে, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত কারণ দর্শানো ব্যতীত অনুরূপ দন্ড আরোপ করা যাইবে না।

শর্ত থাকে যে, অনুরূপ দন্ড আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা আইনে বর্ণিত ন্যায় নির্ণয়ন এর ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করিবে।

১১। আপিল।-এই বিধিমালার অধীন কমিশনার , অথবা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক পচনশীল পণ্যের বিষয়ে জারিকৃত কোন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, বা তার এজেন্ট, বা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) পচনশীল পণ্যচালান খালাস সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে আইনের অধীনে জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন, স্থায়ী আদেশ, বিশেষ আদেশ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত প্রজ্ঞাপন, স্থায়ী আদেশ, বিশেষ আদেশ এর অধীন কৃত বা চলমান কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত বা চলমান রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব।

পরিশিষ্ট

১. জীবন্ত পশু, পাখি ও প্রাণী

২. জীবন্ত হাস, মুরগী, টার্কি, ও ইহাদের বাচ্চা

৩. জীবন্ত বা তাজা ও হিমায়িত মাছ

৪. মাছের পোনা

৫. জীবন্ত মালাস্কাস

৬. ইস্ট (Yeast)

৭. জীবিত গাছপালা ও চারা বা অঙ্কুর

৮. মাশরুম

৯. তাজা ফুল

১০. তাজা ক্যাপসিক্যাম

১১. কাঁচা রাবার

১২. তাজা ফল

১৩. কুল বা বরই

১৪. খেজুর

১৫. তামাক (প্রক্রিয়াজাত নহে)

১৬. তেল বীজ

১৭. আলু বীজ সহ সকল ধরনের বীজ

১৮. খাদ্যশস্য ও শস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত হউক বা না হউক)

১৯. ডাল

২০. ছোলা

২১. চিনি

২২. বিট লবণ

২৩. সাধারণ লবণ

২৪. টেস্টিং সল্ট

২৫. দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বিশেষভাবে সংরক্ষিত হউক বা না হউক)

২৬. হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত মাংস

২৭. হাঁস, মুরগি ও পাখির ডিম

২৮. চকলেট

২৯. বিস্কুট

৩০. সেমাই

৩১. চিপস

৩২. নুডুলস

৩৩. চানাচুর

৩৪. আচার

৩৫. শুটকি মাছ

৩৬. হিমায়িত ও নোনা মাছ

৩৭. চা-পাতা

৩৮. কফি

৩৯. সুপারি

৪০. নারিকেল

৪১. ঘি

৪২. বাটার অয়েল

৪৩. গুড়

৪৪. বাদাম

৪৫. সার

৪৬. কাঁচা চামড়া

৪৭. পান

৪৮. মাশরুম

৪৯. পেঁয়াজ

৫০. রসুন

৫১. মরিচ

৫২. আদা

৫৩. কাঁচা হলুদ

৫৪. তাজা ও হিমায়িত শাকসবজি

৫৫. তেঁতুল

৫৬. তালমিসরি

৫৭. সয়াবেরি ডি

৫৮. কিসমিস

৫৯. অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত সকল খাদ্যদ্রব্য

৬০. প্রসাধন সামগ্রী (অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত)

৬১. ঔষধ (অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত)

৬২. ঔষধের কাঁচামাল (অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত)

৬৩. ভোজ্য তেল

৬৪. যুগ্ম কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তার সামগ্রিক বিবেচনায় গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে এমন পণ্য।